বই	আদর্শ পরিবার গঠনে ৪০টি উপদেশ
মূল	শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ
অনুবাদ	হাসান মাসরুর
সম্পাদনা	মুফতী তারেকুজ্জামান
প্রকাশক	মুফতী ইউনুস মাহবুব

আদর্শ পরিবার গঠনে
৪০টি উপদেশ

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

আদর্শ পরিবার গঠনে ৪০টি উপদেশ

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
সফর ১৪৪০ হিজরী / অক্টোবর ২০১৮ ঈসায়ী

প্রাপ্তিস্থান

খিদমাহ শপ.কম
ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮০ ১৯৩৯-৭৭৩৩৫৪

অনলাইন পরিবেশক

ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ১৭৫.০০ টাকা

RUHAMA PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

সূচিপত্র

ভূমিকা ০৯
ঘর একটি নেয়ামত ০৯

পরিবার গঠন

১. ভালো ও নেককার স্ত্রী নির্বাচন করা ১৬
২. স্ত্রীকে সংশোধনের চেষ্টা করা ২২
৩. ঘরে ঈমানি পরিবেশ তৈরি করা ২৫
৪. তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কিবলামুখী ও ইবাদতের স্থান বানাও ২৭
৫. ঘরের লোকদের ঈমানি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা ৩১
৬. ঘর ও পরিবারসংশ্লিষ্ট সকল সুন্নাত ও মাসনূন দুআ পড়া এবং তা যথাযথ গুরুত্বসহকারে আদায় করা ৩৩
৭. ঘর থেকে শয়তান তাড়ানোর জন্য নিয়মিত সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা ৩৫

ঘরে শরয়ী ইলম চর্চা করা

৮. ঘরের লোকদের ইলম শিক্ষা দেওয়া ৩৮
৯. বাড়িতে ইসলামি বইয়ের একটা লাইব্রেরি তৈরি করা ৪৫
১০. ঘরে অডিও লাইব্রেরি তৈরি করা ৪৯
১১. মাঝে মাঝে নেককার আলেম ও তালিবুল ইলমদের দাওয়াত করে বাড়িতে নিয়ে আসা ৫২
১২. ঘর ও পরিবারের শরয়ী বিধি বিধানগুলো শিক্ষা করা ৫৩

ঘরোয়া বৈঠক

১৩. পরিবারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা ও পারস্পরিক মতবিনিময়ের সুযোগ করে দেওয়া ৬৪
১৪. দাম্পত্য কলহের বিষয়গুলো সন্তানদের সামনে প্রকাশ না করা ৬৬

১৫. বদদীন লোকদের ঘরে প্রবেশ করতে না দেওয়া ৬৭
১৬. পরিবারের সদস্যদের অবস্থা ও প্রতিটি বিষয় ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা ৭১
১৭. ঘরে শিশুদের যত্ন নেওয়া ৭৪
১৮. ঘুম, খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করা ৭৮
১৯. মহিলাদের বাড়ির বাইরের কাজ সুবিন্যস্তভাবে করা ৭৯
২০. ঘরের গোপন বিষয়গুলো বাইরে প্রকাশ না করা ৮৩

পরিবারের চারিত্রিক বিষয়গুলো

২১. ঘরে কোমলতার চরিত্র ছড়িয়ে দেওয়া ৯০
২২. ঘরের কাজে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা ৯২
২৩. পরিবারের লোকদের সাথে মজা ও রসিকতা করা ৯৫
২৪. ঘর ও পরিবারের সদস্যদের খারাপ ও নোংরা স্বভাবগুলো সংশোধনের চেষ্টা করা ৯৯
২৫. ঘরের এমন একস্থানে বেত ঝুলিয়ে রাখা, যেখান থেকে বাড়ির লোকেরা তা দেখতে পায় ১০০

ঘরের কিছু নিকৃষ্ট ও পরিত্যাজ্য বিষয়

২৬-৩৬. উপদেশ ১০৬

বিভিন্ন নসীহত

৩৭. বাড়ি বানানোর জন্য সুন্দর জায়গা নির্বাচন করা এবং তার জন্য নকশা তৈরি করা ১০৮
৩৮. বাড়ি নির্বাচনের পূর্বে প্রতিবেশী নির্বাচন করা ১১১
৩৯. প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক কাজ এবং প্রয়োজনীয় ও আরামের জিনিসগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখা ১১৪
৪০. ঘরের প্রতিটি সদস্যের শারীরিক সুস্থতার প্রতি লক্ষ রাখা ১১৫

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وحده لا شريك له، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.أما بعد

ঘর একটি নেয়ামত

আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا ﴾

"আল্লাহ তোমাদের গৃহকে তোমাদের জন্য আবাসস্থল বানিয়েছেন।"[১]

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. বলেন–

يَذْكُرُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَمَامَ نِعَمِهِ عَلَى عَبِيدِهِ بِمَا جَعَلَ لَهُمْ مِنَ الْبُيُوتِ الَّتِي هِيَ سَكَنٌ لَهُمْ، يأوون إليها، ويستترون بها، وينتفعون بها بسائر وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ.

"মহান আল্লাহ বান্দার ওপর তাঁর নেয়ামতরাজির পূর্ণতার আলোচনায় বলছেন, তিনি তাদেরকে বাসস্থান হিসেবে ঘর দান করেছেন, যেখানে তারা আশ্রয় গ্রহণ করে ও অন্যের থেকে নিজেকে আড়াল করে এবং তার মাধ্যমে বিভিন্ন রকমের উপকার লাভ করে।"[২]

১. সূরা নাহল: ৮০

২. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৪/৫০৭ (প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত)

ঘরের অনুরূপ আমাদের কারও কিছু আছে? ঘর কি আমাদের খানাপিনা, বিবাহশাদি, ঘুম ও আরাম-আয়েশের জায়গা নয়? নির্জনতা ও পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হওয়ার স্থান নয়? এ ঘর কি নারীর সংরক্ষণ ও হেফাজতের স্থান নয়?

আল্লাহ তাআলা নারীজাতির উদ্দেশ্যে বলেন–

﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ﴾

"তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান কর। মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন কোরো না।"[৩]

যখন তুমি সেসব লোকের অবস্থা ভেবে দেখবে, যাদের কোনো ঘর নেই; তাদের কেউ বাস করে আশ্রয়কেন্দ্রে, কেউবা মহাসড়কের ফুটপাতে আর কেউ বাস্তুচ্যুত হয়ে অস্থায়ী শরণার্থী শিবিরে, তখন তুমি বুঝতে পারবে ঘর নামক নেয়ামতের মর্যাদা। আর যখন কোনো অস্থির ব্যক্তিকে বলতে শুনবে– আমার কোনো ঠাঁই নেই, স্থায়ী কোনো জায়গা নেই। কখনো অমুকের বাড়িতে ঘুমাই, কখনো কফির দোকানে, কখনো বা নদীর তীরে, আমার জামা-কাপড় আমার কাফেলার কাছে জমা থাকে; তখন তুমি জানতে পারবে, ঘর নামক নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কষ্টের বাস্তবতা।

আল্লাহ তাআলা যখন বিশ্বাসঘাতক ইহুদি গোত্র বনু নযীর থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন, তখন তাদের থেকে এই নেয়ামত ছিনিয়ে নিয়েছিলেন এবং তাদেরকে করেছিলেন গৃহহীন।

আল্লাহ তাআলা বলেন–

﴿ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ

৩. সূরা আহযাব: ৩৩

الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ ﴾

"তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে প্রথমবার একত্র করে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বহিষ্কার করেছেন। তোমরা ধারণাও করতে পারনি যে, তারা বের হবে। তারা মনে করেছিল, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহর শাস্তি তাদের ওপর এমন দিক থেকে আসলো, যার কল্পনাও তারা করেনি। আল্লাহ তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন। তারা তাদের বাড়ি-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"[৪]

মুমিনের কাছে তার ঘর সংশোধনে মনোযোগী হবার একাধিক চালিকাশক্তি রয়েছে:

এক, নিজ সত্তা ও পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা। আল্লাহ তাআলার বাণী–

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। যার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন পাষাণ হৃদয়, কঠোরস্বভাব ফেরেশতাগণ। তারা আল্লাহ তাআলা যা আদেশ করেন, তা অমান্য করেন না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তাই পালন করেন।"[৫]

৪. সূরা হাশর: ২
৫. সূরা তাহরীম: ৬

দুই. কিয়ামত দিবসে আল্লাহর সামনে ঘরের দায়িত্বশীলদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহিতার গুরুত্ব। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرْعَاهُ، أَحَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَيَّعَ؟ حَتَّى يُسْأَلَ الرَّجُلُ عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক দায়িত্বশীলকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন, সে তা যথাযথভাবে পালন করেছে নাকি অবহেলা করেছে? একপর্যায়ে ব্যক্তিকে তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[৬]

তিন. ঘর যেকোনো অনিষ্টতা থেকে নিরাপত্তা ও জীবন রক্ষার স্থান এবং মানুষের থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রাখার স্থান। ফেতনার সময় ঘরই শরীয়াহসম্মত আশ্রয়স্থল। হাদীসে এসেছে–

عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُوبَى لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ، وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ.

সাওবান রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য, (ফেতনার সময়) যে নিজের জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে, নিজ ঘরে অবস্থান করবে এবং স্বীয় পাপের কারণে ক্রন্দন করবে।"[৭]

.....

৬. আস সুনানুল কুবরা, নাসায়ী: ৮/২৬৭, হা. নং ৯১২৯ (প্র. মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরূত)

৭. আল মু'জামুল আওসাত, তাবারানী: ৩/২১, হা. নং ২৩৪০ (প্র. দারুল হারামাইন, কায়রো)

বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمْسٍ مَنْ فَعَلَ مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللهِ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا، أَوْ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ، أَوْ خَرَجَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ يُرِيدُ بِذَلِكَ تَعْزِيرَهُ وَتَوْقِيرَهُ، أَوْ قَعَدَ فِي بَيْتِهِ فَيَسْلَمُ النَّاسُ مِنْهُ وَيَسْلَمُ.

মুআয রাযি. বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট থেকে পাঁচটি বিষয়ে ওয়াদা নিয়েছেন। যে ব্যক্তি ঐ পাঁচটির কোনো একটি পালন করবে (ঐ সময়ে) সে আল্লাহর জিম্মায় থাকবে। (এক.) যে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাবে। (দুই.) অথবা জানাযার সাথে চলবে। (তিন.) অথবা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে বের হবে। (চার.) অথবা কোনো খলীফার কাছে যাবে, তাকে শক্তিশালী ও সম্মান করার জন্য। (পাঁচ.) অথবা নিজ ঘরে অবস্থান করবে, ফলে মানুষ তার থেকে নিরাপদ থাকবে এবং সেও মানুষ থেকে নিরাপদ থাকবে।"[৮]

হাদীসে এসেছে–

سَلَامَةُ الرَّجُلِ فِي الفِتْنَةِ أَنْ يَلْزَمَ بَيْتَهُ

"ঘরে অবস্থান করাই ব্যক্তির জন্য ফেতনা থেকে নিরাপত্তা।"[৯]

আর মুসলিম এ বিষয়ের উপকার লাভে সক্ষম হবে একাকিত্ব ও নির্জনতা অবলম্বনের মাঝে। যখন সে অনেক মন্দ বিষয়কে পরিবর্তন করতে অপারগ হবে, তখন ঘরই হবে তার নিরাপদ আশ্রয়স্থল। সে ঘরে প্রবেশ করলে নিজে মন্দ কাজ ও হারাম দৃষ্টি থেকে বাঁচতে পারবে, পরিবারকে রক্ষা করতে পারবে পর্দাহীনতা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন থেকে এবং সন্তানাদিকে নিরাপদ রাখতে পারবে খারাপ সঙ্গী-সাথী থেকে।

.....

৮. মুসনাদে আহমাদ: ৩৬/৪১২, হা. নং ২২০৯৩ (প্র. মুআসসাসাতুর রিসালা)

৯. আল জামেউস সগীর: পৃ. নং ২৯০, হা. নং ৪৭৩২ (প্র. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত)

চার, মানুষ তার অধিকাংশ সময় ঘরের অভ্যন্তরে কাটায়। বিশেষ করে প্রচণ্ড গরম ও শীতে, বৃষ্টি নামলে, দিনের শুরু ও শেষভাগে, কাজকর্ম ও পড়ালেখা থেকে অবসর হলে। আর সময়কে অবশ্যই ইবাদত বন্দেগিতে ব্যয় করবে, অন্যথায় হারাম কাজে সময় নষ্ট হবে।

পাঁচ, আর এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঘর সংশোধনে মনোযোগ ও গুরুত্বদানই হলো মুসলিম সমাজ বিনির্মাণের বড় মাধ্যম। কারণ, ঘর দিয়েই সমাজ গঠিত হয়। ঘর সমাজের ইট। অর্থাৎ কয়েকটি ঘর মিলে পাড়া আর কয়েকটি পাড়া মিলে একটি সমাজ। অতএব ইট যদি ভালো হয়, তাহলে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজ এমন শক্তিশালী এবং দুশমনের সামনে এমন অপ্রতিরোধ্য হবে যে, সমাজে শুধু কল্যাণ আর কল্যাণই বিস্তার লাভ করবে। তাতে কোনো অকল্যাণ আসতে পারবে না।

যার ফলে মুসলিম ঘর থেকে সমাজের জন্য তৈরি হবে ঘর সংশোধনের স্তম্ভগুলো তথা অনুসরণীয় দাঈ, জ্ঞানপিপাসু ছাত্র, খাঁটি মুজাহিদ, সৎ স্ত্রী, আদর্শ মা ও অন্যান্য সংশোধনকারী ব্যক্তিবর্গ।

আলোচনা যখন এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, অথচ আমাদের ঘরগুলোতে আছে অনেক মন্দ বিষয়, বড় ধরনের ত্রুটি, অবহেলা ও শিথিলতা, তখন তো এক বড় প্রশ্ন আসবেই।

কী সেই ঘর সংশোধনের উপায়-উপকরণগুলি?

প্রিয় পাঠক, এই নিন উত্তর। এ ব্যাপারে কিছু উপদেশ। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে আল্লাহ উপকৃত করবেন। মুসলিম ঘরের প্রতি নতুন করে বার্তা প্রেরণের জন্য ইসলামি ব্যক্তিদের প্রচেষ্টাকে সেদিকে ঘুরিয়ে দেবেন।

আর এই উপদেশগুলো দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হবে। এক. সৎ কর্ম সম্পাদন করার মাধ্যমে কিছু কল্যাণকর বিষয় অর্জন করা। দুই. মন্দ কাজ প্রতিহত করে অকল্যাণকর বিষয়গুলো দূরীভূত করা। এটাই আমাদের আলোচনার প্রারম্ভিকা।